بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর একজন অতীব নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদে প্রদত্ত ১৫ নভেম্বর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) অতীব নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্র বর্ণনা তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের আলোচনার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন ঃ

মহানবী (সাঃ) যখন মদিনার বাহিরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন আব্দুল্লাহ্বিন উবাই বিন সলুল যদিও নিজ সঙ্গী-সাথি নিয়ে এই বাহিনীর সাথে রওয়ানা হয় কিন্তু উহুদের পাদদেশে পৌঁছে তার তিনশ' সঙ্গী-সাথিকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করে মদিনা অভিমুখে এই বলে ফিরে যায় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্(সাঃ) আমার কথা গ্রহণ করেন নি আর মদিনা অভ্যন্তরে থেকে শত্রুর প্রতিরোধ করেন নি, যা আমরা চাইতাম। সেইসাথে সে এটিও বলে যে, এটা কি কোন যুদ্ধ হলো! এটি তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। সে আরো বলে, আমি নিজেকে এই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। যাহোক, তার মনে শুরু থেকেই কপটতা ছিল আর এ ভীরুতা এখানে এসে প্রকাশও পেয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ্বিন উবাই বিন সলুলের আচার আচরণ কেমন ছিল, মুসলমান এবং মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কী ধরনের মর্মপীড়াদায়ক ও বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বলা আরম্ভ করেছিল এর কিছুটা বিবরণ এখন আমি উপস্থাপন করব। এতে ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি হযরত আব্দুল্লাহ্র ভালোবাসাও ফুটে ওঠে। ৫ হিজরী সনে বনু মুস্তালিক-এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সাঃ) কয়েকদিন মুরেসী-তে অবস্থান করেন। এটি বনু মুস্তালিকের একটি ঝর্ণার নাম। ঘটনা হলো, হযরত ওমর (রাঃ) এর জাহ্জাহ্ নামী এক চাকর ছিল যে মুরেসী'র স্থানীয় ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেই মুহূর্তে সিনান নামী অপর এক ব্যক্তিও পানি সংগ্রহের জন্য সেখানে আসে, যে আনসারদের মিত্র ছিল। এরা উভয়েই জাহেল তথা অজ্ঞ ছিল এবং একেবারেই সাধারণ বা মুর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঝরনায় তাদের উভয়েই পরস্পর বিবাদ আরম্ভকরে দেয়। এমতবস্থায় সিনান গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, হে আনসারদের দল! আমাকে সাহায্য কর, আমাকে প্রহার করা হয়েছে, আমার ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। জাহ্জাহ্ও তখন নিজ জাতির লোকদের আহ্বান করা আরম্ভ করে দেয় যে, হে মুহাজের দল! ছুটে আস। আনসার এবং মুহাজেরদের কানে যখন এই আওয়াজ পৌঁছে তখন তারা স্ব-স্ব তরবারি নিয়ে সেই ঝরনার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কিন্তু ইতোমধ্যে কতক বিচক্ষণ এবং নিষ্ঠাবান মুহাজের ও আনসার অকুস্থলে উপস্থিত হন এবং তারা তৎক্ষনাৎ লোকদেরআলাদা করে মিল-মিমাংসা করিয়ে দেন।

মহানবী (সাঃ) এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, এ তো অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ এবং একারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আর বিষয়টি এভাবেই মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল, যে কিনা বনু মুসতালিকের এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে গিয়েছিল, সেযখন এই ঘটনার খবর পায় তখন সেই হতভাগা সেই নৈরাজ্যকে পুনরায় উস্কে দিতে চায় আর নিজ সাঙ্গপাঙ্গকে মহানবী (সাঃ) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক প্ররোচিত করে এবং বলে যে, সব দোষ তোমাদেরই। কেননা তোমরা এই বাস্তুচ্যুত ও কপর্দকহীন মু সলমানদেরকে আশ্রয় দিয়ে মাথায় চড়িয়েছ। এখনও সময় আছে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা পরিত্যাগ কর।

لَئِنۡ رَّجَعۡنَاۤ اِلَی الۡمَدِیۡنَۃِ لَیُخۡرِجَنَّ الۡاَعَزُّ مِنۡہَا الۡاَذَلَّ ؕ (সূরা মুনাফিকূন: ০৯)

অর্থ হলো, তোমরা দেখো, এখন মদিনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তি বা দল লাঞ্ছিত ব্যক্তি বা দলকে শহর থেকে বের করে দেয় কিনা?

সেই মুহূর্তে একনিষ্ঠাবান মুসলিম বালক যায়দ বিন আরকামও সেখানে বসা ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্র মুখ থেকে মহানবী (সা.) সম্পর্কেএই বাক্য শুনে অস্থির হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষনাৎ নিজ

চাচার মাধ্যমে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত খবর মহানবী (সাঃ) কে অবগত করেন। তখন মহানবী (সাঃ) এর পাশে হযরত উমর (রাঃ)ও বসে ছিলেন। তিনি (রাঃ) এই বাক্য শোনামাত্র ক্রোধ এবং আত্মভিমানের আতিসহ্যে মহানবী (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি আমাকে এই নৈরাজ্যবাদীর মুন্ডুচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। তিনি (সাঃ) বলেন, হে উমর! বাদ দাও। মানুষ বলাবলি করবে, মুহাম্মদ নিজ সাথীদের হত্যা করায়। তুমি কী এটি পছন্দ করবে ? এরপর তিনি (সাঃ) আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, ঘটনা কী? আমি এসব কী শুনছি? তারা সবাই তখন শপথ করে বলে, আমরা তো এমন কোন কথা বলি নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্‌ যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন। ভীত-ত্রস্ত হয়ে তিনি মহানবী (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবদেন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূ ল (সাঃ)! আমি শুনেছি আপনি আমার পিতার ঔদ্ধত্য ও নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে চান। আপনার সিদ্ধান্ত যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে আপনি আমাকে নির্দেশ দিন, আমি এখনই আমার পিতার শিরোচ্ছেদ করে আপনার পদতলে রেখে দিব, কিন্তু দয়া করে আপনি অন্য কাউকে এ নির্দেশ দিবেন না। কেননা আমার আশংকা হয় যে, আমার মাঝে জাহেলিয়াতি বা অজ্ঞতার যুগের মনমানসিকতা মাথাচাড়া দেবে আর আমি আমার পিতার হত্যাকারীর কোন ক্ষতি করে বসব এবং খোদার সন্তুষ্টির সন্ধান থাকা সত্ত্বেও দোযখে নিপতিত হব। মহানবী (সাঃ) তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমার ইচ্ছা আদৌ এটি নয় বরং সর্বাবস্থায় আমি তোমার পিতার সাথে নম্রতা ও অনুগ্রহপূর্ণআচরণ করব।

কিন্তু আব্দুল্লাহ্‌ বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই-এর মাঝে নিজের পিতার বিরুদ্ধে এতটা উত্তেজনা কাজ করছিল যে, মুসলিম বাহিনী যখন মদিনার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছিল তখন আব্দুল্লাহ্‌ তার পিতার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ ফিরে যেতে দিব না যতক্ষণ তমি নিজ মুখে এই স্বীকারোক্তি না দিবে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সম্মানিত আর তুমি লাঞ্ছিত। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) এত জোর দিয়ে তার পিতার ওপর চাপ প্রয়োগ করেন যে, শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয়ে উক্ত বাক্য বলে যার ফলে আব্দুল্লাহ্‌ তার রাস্তা ছেড়ে দেন।

অতঃপর মু নাফিকদের পক্ষ থেকে একটি নোংরা অপবাদ বনু মুসতালিক এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উপর অপবাদ লাগানো হয়েছিল। এই অপবাদের হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলুল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন আমি উম্মে মিসতাহ্‌-র সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাইরে যাই। তখন সে আমাকে অপবাদ অরোপকারীদের কথা শুনায়। আমি যখন নিজ গৃহে ফেরত আসলাম তখন মহানবী (সাঃ) আমার কাছে আসেন এবং আমাকে আসসালামু আলাইকুম বলেন আর জিজ্ঞেস করেন, এখন তুমি কেমন আছ? আমি নিবেদন করি যে, আমাকে আমার পিতা-মাতার গৃহে যেতে দিন। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। আমি আমার পিতা-মাতার গৃহে আসার পর আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ব্যাপারে লোকজন কী বলাবলি করছে? আমার মা বলেন, হে আমার মেয়ে! এসব কথায় নিজ প্রাণকে কষ্টে নিপতিত করো না; নিশ্চিন্তে থাক। মানুষ এমন কথা বলেই থাকে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্‌ মানুষ এসব কথা বলছে! তিনি বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, আমার ওপর এমন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, এটা জানার পর সে রাত আমার এমনভাবে কেটেছে যে, সকাল পর্যন্ত না আমার কান্না বন্ধ হয়েছে আর না আমার ঘুম হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) কতিপয় সাহাবীর সাথেও পরামর্শ করেন। তিনি (অর্থাৎ হযরত আয়েশা) বলেন, এরপর একদিন মহানবী (সাঃ) হযরত আয়েশার ব্যক্তিগত সেবিকা বারীরাকে ডেকে পাঠান এবং তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, হে বারীরা! তুমি তার (অর্থাৎ হযরত আয়েশার) মাঝে এমন কিছু দেখেছ কি যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে? বারীরা বলেন, কখনোই না, এমন কোন কিছুই দেখি নি। আরো বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি হযরত আয়েশার মাঝে কিছ দেখিনি যেটিকে আমি তার দোষ বলতে পারি, এটি শুনে সেদিনই মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের সম্বোধন করেন আর আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলুলের ব্যাপারে অভিযোগ করেন এবং বলেন, এমন ব্যক্তির সাথে কে বুঝাপড়া করবে, যে আমার স্ত্রীর বরাতে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? আর আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে পুণ্য ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন মহানবী (সাঃ) আমাকেও এ ব্যাপারে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি বলি, খোদার কসম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনারা সেকথা শুনেছেন যেব্যাপারে লোকেরা পরস্পর বলাবলি করছে। আমি যদি আপনাকে বলি, আমি নির্দোষ, আমি এরূপ কোন কাজ করি নি এবং আল্লাহ্‌তা'লা জানেন যে, আমি আসলেই নির্দোষ, তাহলেও আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনার কাছে কোন বিষয় স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ্‌ তা'লা জানেন যে, আমি নিষ্পাপ আর আমি এরূপ কোন কাজ করিনি, কিন্তু আপনি আমার এ স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করবেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ইউসুফের পিতার দৃষ্টান্ত ছাড়া আমার ও আপনার আর কোন তুলনা খুঁজে

পাই না। তিনি বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (সূরা ইউসুফ: ১৯)

অর্থাৎ ধৈর্য ধরাই উত্তম এবং তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত।

তিনি বলেন, এরপর আমি একপাশে সরে গিয়ে আমার বিছানায় চলে আসি। আর আমি আশান্বিত ছিলাম যে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এথেকে মুক্ত করবেন আর অবশ্যই তিনি মহানবী (সাঃ) কে বলবেন যে, আমি এ অপবাদের উর্ধ্বে। হযরত আয়েশা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ ঘটনার পর অর্থাৎ আমার এ কথা বলার পর তখনো তিনি (সাঃ) স্বীয় বসার স্থান থেকে সরেন নি এমন সময় মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় আর মহানবী (সাঃ) এর ওপর থেকে যখন ওহীর অবস্থা দূর হচ্ছিল তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন, এরপর প্রথম যে কথা তিনি বলেছিলেন তা এটি ছিল যে, হে আয়েশা! আল্লাহ্‌ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কেননা আল্লাহ্‌ তা'লা তোমার নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেছেন। আমার মা আমাকে বলেন, উঠ আর মহানবী (সাঃ) এর কাছে যাও। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! কখনো না, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না আর তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করব না। আমি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো কৃতজ্ঞতা আদায় করব না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি অপবাদ লাগানো সত্ত্বেও মুনাফেকদের এই সর্দারের সাথে রহমতুল্লিল আলামীন মহানবী (সাঃ) এর ব্যবহার কেমন ছিল? হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এই রেওয়ায়েত নিজে সরাসরিও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যখন আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলুল মারা যায়, তখন রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর কাছে আবেদন করা হয় যেআপনি তার জানাযার নামায পড়ান। যখন মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হন তখন আমি দ্রুত তাঁর (সাঃ) কাছে যাই এবং বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি কি ইবনে উবাই এর জানাযার নামায পড়ছেন? তখন মহানবী (সাঃ) মুচকি হাসেন এবং বলেন, উমর! সরে যাও। আমি যখন তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি করলাম তখন তিনি বলেন, আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে। তাই আমি অধিকার কাজে লাগিয়েছি। আমি যদি নিশ্চিৎ হতে পারি যে, সত্তরের অধিক বার এস্তেগফার করলে তাকে ক্ষমা করা হবে তাহলে আমি অবশ্যই এরচেয়েও বেশি ক্ষমা প্র র্থনা করব। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, অতএবমহানবী (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়িয়ে ফিরে আসার স্ব ল্পক্ষণ পরেই সূরা বারাআত অর্থাৎ সূরা তওবার এই দুই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (সূরা তওবা: ৮৪)

অর্থাৎ, তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযার নামায পড়বে না এবং তুমি তার কবরেদাঁড়াবে না, কেননা তারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ওয়াদা ভঙ্গকারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব আর জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াব। এতে সর্বপ্রথম যার স্মৃতিচারণ করা হবে তিনি হলেন শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাফিয সাহেবা, যিনি ভারতের কেরালা নিবাসী মুকাররম মওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। গত ২০ অক্টোবর তারিখে ৭২ বছর বয়সে তার ইন্তে কাল হয়েছে, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। তিনি ১৯৪৭ সালে কেরালাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মরহুমার বংশে আহমদীয়াত তার বড়-নানার মাধ্যমে এসেছিল যিনি কেরালার প্রারম্ভিক আহমদীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি চেন্নাইতে সেক্রেটারী মাল এবং কেরালায় দীর্ঘকাল লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে খেদমত করার তৌফিক লাভ করেছেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে খুবই নিয়মিত ছিলেন। লাজনা এবং নাসেরাতদেরও সর্বদা পবিত্র কু রআন পড়াতেন। সব ধরনের ফরয ও নফল রোযা রাখতেন। তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবের অনেক সেবা করেছেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং সৃষ্টি-সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অনেক পুণ্যবান মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তার তিন বার হার্ট এটাক হয়েছিল। তৃতীয় বার যখন তার হার্ট এটাক হয় তখন তিনি মৌলভি উমর সাহেবকে বলেন, আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তারপর বলেন, আপনি সবাইকে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন। তারপর উঁচু স্বরে তিন বার আল্লাহু আকবর বলেন। আর এভাবে তিনি খোদাতা'লার দরবারে উপস্থিত হন। মরহুমা ওসীয়তকারিনী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের মাঝে চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লাতার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেবের, যিনি পাকিস্তানের মাসিক আনসারুল্লাহ্‌ পত্রিকার সাবেক ম্যানেজার ও প্রকাশক ছিলেন। গত ১৬ অক্টোবর তারিখে ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। ২০০৩ সালে তাকে একটি মামলায় ফেরারী ঘোষণা করা হয়। এরপর তিনি আমার অনু মতিতে এখানে লন্ডনে চলে আসেন এবং এখানেই স্থানান্তরিত হয়ে যান। মরহুম মুসী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি রাবওয়াতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরসূরীদের মাঝে এক কন্যা, পাঁচ পুত্র এবং অনেক পৌত্র, পৌত্রী রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লাতার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তান ও বংশধরদেরকেও তার পুণ্যসমূহ জারি রাখার আর জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো মোকাররম রাজা মাসুদ আহমদ সাহেবের, যিনি পিণ্ডদাদনখান নিবাসী মরহুম মোকাররম রাজা মুহাম্মদ নওয়ায সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ১৯ অক্টোবর তারিখে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৬৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। রাজা সাহেব ১৯৯১ সনে যুক্তরাজ্যে চলে এসেছিলেন। আর এখানে ক্যাটফোর্ড জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত হন। এখানে এসে তিনি আনসারুল্লাহ্‌র কায়েদ উমূমী, এডিশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। আমি যখন ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার কথা বলি, তখন তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় অনেক পরিশ্রম করেন এবং মূ সীদের ব্যবস্থাপনাকে সুবিন্যস্ত করেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। জামা'তী কর্মকর্তাদেরও সম্মান করতেন। মরহুম নামাযী, তাহাজ্জুদ গুযার, খোলা মনে চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করতেন, সদকা খয়রাতও করতেন, দরিদ্রদের দেখাশুনাকারী এবং মিশুক ছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এক কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

চতুর্থ জানাযা হলো, শ্রদ্ধেয়া সালেহা আনোয়ার আবু সাহেবার, যিনি সিন্ধু নিবাসী মরহুম আনোয়ার আলী আবু সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনিও ১লা অক্টোবর তারিখে ইন্তেকাল করেছিলেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। খুবই নির্ভিক ও সাহসী, ইবাদতকারীনি, আল্লাহ্‌ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারীনি নারী ছিলেন। শৈশব থেকেই নামায রোযায় অভ্যস্ত আর চাঁদা প্রদানকারীনি ছিলেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক ছিল। মরহুমার মেয়ে তাহেরা মোমেন বলেন, বিয়ের পর আল্লাহ্‌তা'লার যত বেশি কৃপা হয়েছে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে ততটাই বড় হৃদয়ও দান করেছেন। দরিদ্রদের লালন-পালনকারী, বিনয় ও নম্রতার অধিকারিনী ছিলেন। চাঁদার প্রতিটি তাহরীকে সাড়া প্রদানকারিনী ছিলেন। যখনই কোন উৎকণ্ঠা দেখা দিত আমরা তাকে লিখতাম। প্রথমে তিনি আমাদেরকে বলতেন যে, নামায পড় আর দোয়ার জন্য তাকীদ দিতেন আর নিজেও আমাদের জন্য অনেক দোয়া করতেন। আল্লাহ্‌ তা'লা মরহুমার সন্তানদের মধ্যেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করুন, তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তার (তার) সন্তানরাও খিলাফত ও জামা'তের সাথে সেভাবেই সম্পৃক্ত থাকুক আর কুরবানিকারী হোক যেভাবে তিনি নিজে করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার সন্তানদের অনুকূলে তার দোয়া সমূহও গ্রহণ করুন। তার দু'জন পুত্র ও দু'কন্যা রয়েছে।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
15 November 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org